Marita G. Schmitz
'অন্ধকার'
যমজের আকর্ষণ
আমার টুইন ফ্লেম রূপকথা
– একটি সত্য কাহিনী

## ‘অন্ধকার’ যমজের আকর্ষণ

আমার ১৯তম জন্মদিনের ঠিক পরেই—আমার প্রথম প্রেমিকের সাথে বিচ্ছেদের পর (আমাদের সম্পর্কটি প্রায় দুই বছর স্থায়ী হয়েছিল, এবং যার সাথে আমি আসলে এক ছাদের নিচে বসবাস করার পরিকল্পনাও করেছিলাম)—আমি আমার বাবা-মায়ের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসি এবং আমার নিজের কেনা বা ভাড়া করা প্রথম অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে উঠি। আমি স্বাধীন হতে চেয়েছিলাম এবং আমার কর্মস্থলের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলাম। সর্বোপরি, বাবা-মাকে থাকা-খাওয়ার খরচ বাবদ টাকা দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না—এমন একটি কাজ যা আমার কাছ থেকে অবিলম্বে শুরু করার প্রত্যাশা করা হচ্ছিল।

বাড়ি ছাড়ার কয়েক সপ্তাহ আগে, এক বন্ধুর কাছ থেকে আমি আমাদের শহরে প্রচলিত একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি, যার নাম ছিল "ফোন মিট-আপ"—এটি ছিল এক ধরণের কনফারেন্স লাইন, যেখানে অনেক মানুষ একই সময়ে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারত। আমি ভাবলাম, আমাকে এটা একবার অন্তত পরখ করে দেখতেই হবে।

বিষয়টি বেশ মজার ছিল—সবাই একে অপরের কথার মাঝেই কথা বলে যাচ্ছিল। তবে তার আগে,

আমাকে নিজের জন্য একটি ডাকনাম বা ছদ্মনাম বেছে নিতে হয়েছিল; কারণ কেউ-ই নিজের আসল নাম ব্যবহার করতে চাইছিল না। অধিকাংশ মানুষই কোনো পশুপাখির নাম কিংবা সিনেমার চরিত্রের নাম বেছে নিয়েছিল।

বিষয়টি এতটাই উপভোগ্য হয়ে উঠল যে, আমরা সবাই মিলে বাস্তবে বা সশরীরে একত্রিত হওয়ার পরিকল্পনা করতে শুরু করলাম।

সেখানে ফোন করার জন্য বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন নম্বর ছিল—এবং প্রত্যাশামতোই, সেখানে আলাদা আলাদা ছোট ছোট দল বা 'ক্লিক' গড়ে উঠতে শুরু করল; আর সেই দলগুলোই পরবর্তীতে বাস্তবে একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে শুরু করল। আমরা সবাই মিলে এমন একটি মিলনস্থল ঠিক করলাম যা অধিকাংশ মানুষের কাছেই সুবিধাজনক মনে হলো, এবং এরপর আমরা সেখানে মিলিত হলাম। সেই প্রথম সমাবেশে আমাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য—সম্ভবত ১০ থেকে ১৫ জন মানুষ, যাদের বয়স ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

সেই প্রথম সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার ঠিক আগে, আমি একটি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, যে আমাকে নাম ধরে ডাকছিল। যখন আমাদের বাস্তবে দেখা হলো, তখন মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের সবার মধ্যে এক ধরণের

আন্তরিক সখ্য গড়ে উঠল—আমরা সবাই খুব সহজেই একে অপরের সাথে মিশে গেলাম। সেটি ছিল একটি অত্যন্ত আনন্দঘন সমাবেশ। এখন, কেবল নাম আর কণ্ঠস্বরের ওপর নির্ভর না করে, আমরা অবশেষে সেই কণ্ঠস্বরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষগুলোর মুখচ্ছবিও দেখতে পেলাম। অবশ্য, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে বাস্তবে যেমন দেখতে, তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে কল্পনা করে রেখেছিল। সময়টা দারুণ কেটেছিল এবং আমরা সবাই মিলে প্রাণখুলে হাসাহাসি করেছিলাম।

এরপর থেকে আমরা আরও ঘন ঘন একে অপরের সাথে দেখা করতে শুরু করলাম—কখনো আইস স্কেটিং করতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, আবার কখনো বা কেবল কোনো পানীয় হাতে নিয়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য—আর সাধারণত আমরা মিলিত হতাম আমাদের সেই নির্দিষ্ট আড্ডাস্থলে (কোনো বিস্ট্রো বা ক্যাফেতে)। সেখানেই—বারবার—আমি শুনতে পেতাম সেই বিশেষ কণ্ঠস্বরটি, যা তখনো আমাকে নাম ধরে ডেকে যাচ্ছিল; তবে পার্থক্য হলো, এখন আমি নিশ্চিতভাবেই জানতাম যে, সেই কণ্ঠস্বরটি আসলে কার। আর আমিও তার তালে তাল মেলালাম—জবাবে তার নাম ধরে ডাক দিলাম।

আমাদের দুজনের মধ্যে এক গভীর পারস্পরিক সংযোগ অনুভূত হলো। যেমনটা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, সেই সময় আমার বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর, অথচ তার বয়স তখন পঁচিশ পেরিয়ে গিয়েছিল। তাকে ঠিক কীভাবে বিচার করব বা বুঝে নেব, তা নিয়ে আমি কিছুটা দ্বিধায় ছিলাম। এক অর্থে, আমরা ছিলাম কেবলই বন্ধু; সর্বোপরি, আমি তখন সদ্যই আমার প্রথম প্রেমিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম—যে সম্পর্কটি প্রায় দুই বছর ধরে টিকে ছিল। আগেই যেমনটা বর্ণনা করেছি, আমি তখন সদ্যই নিজের আলাদা আস্তানায় উঠেছিলাম এবং কেবল নিজের জীবনটা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম—নাচানাচি করতে ও নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে চেয়েছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আবারও কোনো গভীর বা সিরিয়াস সম্পর্কে জড়ানো ছিল আমার চিন্তার একেবারে বাইরের একটি বিষয়। তাই আমরা একে অপরের সাথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগিয়েছিলাম।

তবে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, আমার প্রাণবন্ত স্বভাব এবং জীবনের প্রতি আমার অদম্য উৎসাহ তাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। আর আমি—আমার দিক থেকে—এই পুরো বিষয়টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা রোমাঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

যাই হোক, মাঝেমধ্যে আমরা একে অপরের বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসতাম, যাতে আমাদের দেখা করার নির্দিষ্ট স্থানে আমরা হেঁটে একসঙ্গে যেতে পারি; কিংবা দেখা-সাক্ষাৎ শেষে আমরা একে অপরকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতাম।

তবুও—কারণ যা-ই হোক না কেন—সে কখনোই কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

তার সাথে আমার সম্পর্কটা এক অর্থে বেশ অদ্ভুতই ছিল। একবার, একটি আড্ডার আসরে আমি তো তার কাঁধে হাতও রেখেছিলাম... কিন্তু তার কাছ থেকে আমি কোনোই সাড়া পাইনি।

তাই আমি নিজেকেই বললাম: "বেশ তো, মনে হয় আমরা শুধুই ভালো বন্ধু—আর সেটাই যথেষ্ট।"

কিন্তু পরবর্তীতে, আমার মনে এক ধরণের হীনমন্যতা বা নিরাপত্তাহীনতার বোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল—মনে হতে লাগল: *হয়তো আমি তার যোগ্য ছিলাম না? হয়তো তার মতো আমার কোনো জাঁকালো চাকরি ছিল না?* আমার মনে হতো, আমার চালচলন বা আচরণটা বড্ড বেশি ছেলেদের মতো—যেন আমি তাদেরই দলের একজন। হয়তো আমি তার পছন্দের ধরণের ছিলাম না—কিংবা হয়তো আমার মধ্যে যথেষ্ট 'মেয়েলি লাবণ্য' ছিল না।

সেই সময়ে, আমরা কেন একে অপরের সাথে এত গভীর এক আপনত্ব বা ঘনিষ্ঠতা অনুভব করতাম—সে বিষয়ে আমি খুব একটা মাথা ঘামাইনি। তবে ফোনে তার কণ্ঠস্বর শোনার অভিজ্ঞতাটা সবসময়ই আমার কাছে জাদুর মতো মনে হতো—এমনকি বলা যায়, এক ধরণের প্রবল চুম্বকীয় আকর্ষণ অনুভব করতাম।

আমি এখানে-সেখানে বিভিন্ন আড্ডার আসর বা 'মিটআপ'-এ যোগ দিতাম—যখন যেখানে মন চাইত, কিংবা যে ধরণের কর্মকাণ্ড আমার ভালো লাগত।

ততদিনে, সেই দলের মাধ্যমেই আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও জুটে গিয়েছিল। সপ্তাহান্তের ছুটির দিনগুলোতে আমরা দুজন প্রায়ই নাচতে যেতাম—কখনো কোনো ড্যান্স হলে, আবার কখনো কোনো নাইটক্লাবে। মাঝেমধ্যে সে-ও আমাদের সঙ্গী হতো।

সেই আড্ডার আসরগুলো বসার হার ধীরে ধীরে কমে এল, আর আমি আমার বান্ধবীর সাথে আরও বেশি সময় কাটাতে শুরু করলাম। কখনো কখনো, ছুটির দিনে আমরা গাড়ি চালিয়ে তার বাবা-মায়ের বাড়ি কিংবা আমার বাবা-মায়ের বাড়ি বেড়াতে যেতাম—আর সেখানে পৌঁছে সেই শহরের স্থানীয় ক্লাবগুলোতে আড্ডা দিতাম।

সেই আড্ডার আসরগুলো আরও কিছুদিন ধরে চলেছিল, আর সেই সময়েও মাঝেমধ্যে আমাদের একে অপরের সাথে দেখা হয়ে যেত।

অবশেষে, কেউ একজন তাকে জানিয়ে দিল যে আমি নতুন করে অন্য কারো সাথে মেলামেশা শুরু করেছি—আর ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই, আমাদের দেখা-সাক্ষাৎগুলো হয়ে উঠল নিছকই কাকতালীয়। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বা একান্ত কোনো আলাপচারিতার সুযোগ যেন আর কখনোই আসত না; কারণ সবসময়ই আমাদের আশেপাশে অন্য কেউ না কেউ উপস্থিত থাকত। এরপর আমি ঠিক করলাম, অন্য একটি সাক্ষাৎ-স্থল—এমন একটি জায়গা যা ভিন্ন একটি ফোন নম্বরের সাথে যুক্ত—একবার ঘুরে দেখব। আর ঠিক যেমনটা ভেবেছিলাম... ঠিক সেখানেই *তার* সাথে আমার দেখা হয়ে গেল। তাকে দেখামাত্রই আমার মনে কেবল এই কথাগুলোই উঁকি দিল: "ওহ, আবার তুমি!" হ্যাঁ, সত্যি বলতে আমি কিছুটা ক্ষুণ্ণই হয়েছিলাম; কারণ সে মূলত আমাকে পুরোপুরি এড়িয়েই চলছিল। অবশ্য আমি তখন জানতাম না যে, সে মনে করেছিল আমার বুঝি নতুন কোনো প্রেমিক জুটেছে। সেই মুহূর্তে সে অন্য এক তরুণীর সাথে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় মগ্ন ছিল।

যাই হোক—আমার মনে হয়, শেষমেশ আমি আসলে কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়েই পড়েছিলাম।

তবে, আমি এই বিষয়টি জানতে পেরেছি অতি সম্প্রতি—আমাদের সর্বশেষ সাক্ষাতের সময়—যে সে আসলে আমার এই মনোভাবটি লক্ষ্য করেছিল।

সে আর আমি—আমাদের দুজনের পথচলা এখন আর খুব একটা এক হয় না; বেশ দীর্ঘ সময়—কমপক্ষে দুই বা তিন বছর—কেটে যাওয়ার পর, সেদিন দুপুরের খাবারের বিরতিতে কেনাকাটা করতে গিয়ে হঠাৎই আমাদের দুজনের দেখা হয়ে গেল।

বিষয়টা ছিল অদ্ভুত—আমরা আসলে কেবলই হালকা কথাবার্তা বলেছিলাম; কে এখন কোথায় কাজ করছে বা কোথায় থাকছে—এমন টুকিটাকি খোঁজখবর নিয়েছিলাম।

আমার মনে হয়, কথা বলার সময় আমি কিছুটা তোতলে গিয়েছিলাম। ঠিক জানি না। তবে কেন জানি না, তাকে আবারও দেখতে পেয়ে আমি ভীষণ রোমাঞ্চিত বোধ করছিলাম। যেহেতু আমাদের দুজনেই দুপুরের খাবারের বিরতিটা ছিল খুব অল্প সময়ের জন্য এবং আমরা দুজনেই কেনাকাটা করতে বাইরে বেরিয়েছিলাম, তাই আমরা বেশ দ্রুতই একে অপরের কাছ থেকে

বিদায় নিলাম—ফোন নম্বর বিনিময় না করেই। ততদিনে সে শহরের অন্য একটি এলাকায় বসবাস শুরু করেছিল, আর আমি আমার নতুন প্রেমিকের সাথে থাকার জন্য শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে গিয়েছিলাম। সেই সময়ে আমি কেবল কাজের প্রয়োজনে শহরে যাতায়াত করতাম।

কেন জানি না, সেই আকস্মিক সাক্ষাৎটি আমাকে কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছিল না। আমি নিজেকে বারবার সেই ঘটনার ঘোরে আচ্ছন্ন হতে দেখলাম—আমার চিন্তাজগতে বারবার কেবল সেটাই ঘুরেফিরে আসছিল। আমার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল তার মুখচ্ছবি—আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কেন জানি না, সেই স্মৃতি আমাকে কিছুতেই মুক্তি দিচ্ছিল না—বিষয়টা অনেকটা চুম্বকের আকর্ষণের মতো মনে হচ্ছিল। আসলে ব্যাপারটা কী ছিল?

আমার ধারণা, প্রায় এক বছর পরের কথা—যখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি সত্যিই তাকে আবারও দেখতে চাই—যদিও সেই সময়েও আমি আমার অন্য একটি প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলাম।

কিন্তু তাকে আবারও দেখার চিন্তাটা কেন জানি না আমাকে ভীষণভাবে প্রলুব্ধ করছিল। আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে, আমাদের মাঝে আসলে

'আরও গভীর' কিছু আছে কি না। আমার মনে প্রবল কৌতূহল জেগেছিল, আর তার সেই হাসিমুখটি বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আমাকে আবারও দেখার পর তার চোখেমুখে যে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল... হুম, আমি এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম এটা জানার জন্য যে, আমাদের দুজনের মাঝে সত্যিই কোনো বিশেষ কিছু আছে কি না—বন্ধুত্বের চেয়েও *গভীর* কোনো অনুভূতি কাজ করছে কি না।

কিন্তু আমি কীভাবে সেই পদক্ষেপ নেব? আমি তো আর আমার বর্তমান প্রেমিককে সরাসরি বলতে পারি না যে: "আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, অনেক দিন আগের এক পুরনো বন্ধুকে দেখে আসি..."

তবে শেষমেশ আমি সুযোগটা লুফে নিলাম। এক সপ্তাহান্তে—যখন আমার প্রেমিক বাড়িতে ছিল না—আমি গাড়ি চালিয়ে তার সাথে দেখা করতে গেলাম (গাড়ি চালিয়ে যেতে সময় লাগত ৪৫ মিনিট)।

আমি তার অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলাম; সে আমাকে পুরো বাসাটা ঘুরিয়ে দেখাল। "বেশ সুন্দর জায়গা তো," আমি বললাম। আর ঠিক তখনই—আমার মনে হলো—আমাকে *জানতেই হবে*—সে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়!

আমি তার ঠোঁটে আলতো করে একটি চুম্বন এঁকে দিলাম। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমি সেখানে থাকতে চাই কি না, কিন্তু তার চোখের সেই ভয়ের অভিব্যক্তি আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না; একই সাথে, আমার ভয়ও হচ্ছিল—ভয় হচ্ছিল এই ভেবে যে, বাড়িতে হয়তো ততক্ষণে আমার অনুপস্থিতি ধরা পড়ে গেছে; বাড়ির লোকজন হয়তো ইতিমধ্যেই আমার অভাব বোধ করতে শুরু করেছে এবং আমি যদি আর বেশিক্ষণ বাইরে থাকি, তবে হয়তো আমাকে বিপদে পড়তে হবে। তাছাড়া, সেই পুরনো অনুভূতিটা আবারও আমার ভেতর জেগে উঠল: আমি ভাবছিলাম—সে কি সত্যিই আন্তরিক হতে পারে? আমি কি আদৌ তার যোগ্য? আমি কি যথেষ্ট নারীসুলভ? যথেষ্ট আকর্ষণীয়? ঠিক সেই একই অনুভূতি আমার ভেতর উথলে উঠল, যেমনটা ঘটেছিল সেই অতীতে।

তাই আমি চটজলদি বিদায় নিলাম। নিজের গাড়িতে উঠে আমি বাড়ির পথ ধরলাম।

নিজেকেই নিজে বললাম: "না—আমার মনে হয় শেষমেশ আসলে সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আর ব্যস, এটুকুই।"

পরবর্তীতে—কয়েক দিন কিংবা কয়েক সপ্তাহ পর; আজ আর ঠিক নিশ্চিত করে মনে করতে পারছি না—আমি তাকে একটি চিঠি লিখলাম। প্রথমে চিঠির খামে আমি আমার নিজের ঠিকানা লিখলাম—তারপর আবার সেটা কেটে দিলাম। চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে দিলাম। আর ব্যস, ওখানেই সব শেষ।

প্রায় দু-বছর পর, আমি আমার তৎকালীন প্রেমিককে বিয়ে করলাম—তবুও আমি মন থেকে *তাকে* পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারিনি। বারবার আমি নিজেকে ভাবতে ও স্বপ্ন দেখতে দেখতাম: *যদি আমি থেকে যেতাম, তবে কী হতো?* আসলে—আমার মনে হয় আমি হয়তো কখনোই তা জানতে পারব না—অন্তত আমি তো সেটাই ভেবেছিলাম।

পরবর্তীতে দেখা গেল, সেই প্রেমিকের সাথে (বিয়েসহ) আমার সংসার টিকেছিল মাত্র সাত বছর। তারপর সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আমি তার বাসা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল।

ঠিক তখনই আমি আবার *তাকে* খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম—সেই মানুষটিকে, যার কণ্ঠস্বর টেলিফোনে শুনতে খুব মিষ্টি লাগত। কিন্তু তার বর্তমান ফোন নম্বরটি আমার কাছে ছিল না—এমনকি সে এখন আর সেই ঠিকানাতেও

থাকত না। তবে—ফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে আমি তার বাবা-মায়ের ফোন নম্বরটি ঠিকই খুঁজে পেলাম।

আমি মুহূর্তের জন্য একটু ইতস্তত করলাম—তারপর সাহস করে ফোনটা করেই ফেললাম। আমি তার বাবা-মায়ের বাড়িতে ফোন দিলাম।

তার মা ফোনটি ধরলেন। আমি তার খোঁজ করলাম এবং জানতে চাইলাম তিনি আমাকে তার ফোন নম্বরটি দিতে পারবেন কি না। কিন্তু তিনি বললেন: "সে বর্তমানে এমন এক মেয়ের সাথে প্রেম করছে, যে ভীষণ সন্দেহবাতিকগ্রস্ত।" তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা না করাই আমার জন্য শ্রেয় হবে। ঠিক এই কারণেই, তিনি আমাকে তার ফোন নম্বরটি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন।

এখন আর আমার সব খুঁটিনাটি ঠিকঠাক মনে নেই, তবে আমার বিশ্বাস আমি আমার নিজের ফোন নম্বরটি সেখানে রেখে এসেছিলাম—তাকে অনুরোধ করেছিলাম যেন তিনি নম্বরটি তার ছেলের কাছে পৌঁছে দেন, যাতে সে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

আহা—কী আফসোসের বিষয়! আমি তার সাথে আমাদের অতীত নিয়ে কথা বলতে খুব পছন্দ করতাম—এবং তাকে জানাতে চাইতাম যে, আমি